ইরাসমাস [টীকা লেখ] 2020 (marks- 5)

ইউরোপে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের যুগে প্রজন্ম বিখ্যাত ডাচ মানবতাবাদী ও ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন তিনি মার্টিন লুথারের নিন্দা করেছিলেন, মানবতাবাদীদের মধ্যে তিনি মানবতার প্রিন্স নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁকে খ্রিস্টীয় মানবতার বিজয়ী মহিমা বলা হয়।

তিনি একটি বিশুদ্ধ ল্যাটিন শৈলী লিখেছিলেন, তিনি New Testament এর গুরুত্বপূর্ণ ল্যাটিন ও গ্রিক সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন, মার্টিন লুথারের বয়োজ্যেষ্ঠ ডেসিডেরিয়াস এরাসমাস জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৪৬৬ খ্রীঃ হল্যান্ডের রটারডামে, মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এরাসমাসের খ্যাতি ছিল দূর বিস্তৃত। প্রারম্ভে কিছু জল ঘাটানোর পর খ্রীষ্টান জগতের পরম প্রজ্ঞাবান এই ডাচ মনীষি জীবনের অবশিষ্টকাল কাটান ইংল্যান্ডে,

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে তিনি অনুভব করেন চার্চের সংস্কার প্রয়োজন কিন্তু তা অবশ্যই চার্চের ভিতরে থেকে, লুথারের অনেক আগে থেকেই এরাসমাস পোপের বিলাসিতার প্রতি সমালোচনা করেন, তিনি উপবাস, পবিত্র মূর্তিদিগের পূজা, পাপমুক্তিপত্র বিক্রয়, তীর্থযাত্রা, ধর্মদ্রোহীদের জীবন্ত দগ্ধ করার বা সন্ত পূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, প্রাক লুথার পর্বে তিনি প্রথম ধর্মীয় তত্ত্বের সংশ্লিষ্ট ও সরলীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ধর্মকে মানুষের অনুষ্ঠানের বিষয় করে তুলেছিল। ১৫০০ খ্রীঃ তাঁর In Praise of Folly শীর্ষক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে চার্চে পুঞ্জীভূত অনাচার দুর্নীতির উপর তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছিলেন এই পণ্ডিত কৌতুকশীল ডাচ।

ইরাসমাস একটাই বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষাই পারে প্রকৃত ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সমাজের সুস্থ জীবন গড়তে। তাই শিক্ষার বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক। মননে বৈপ্লবিক হলেও তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন না। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে বিপর্যস্ত করতে তিনি চাননি। যাকে তিনি Philosophy of Christ বলে মনে করতেন, তা প্রচারে ইরাসমাস ছিলেন অক্লান্ত। নিজেকে 'চার্চের এক বিশ্বস্ত সন্তান' বলে মনে করলেও, তিনি ক্যাথলিক ধর্মের বিশ্বস্ততার অবস্থিতিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং ক্যাথলিক তাত্ত্বিক কর্তৃক বাইবেলের ভাষার ভ্রান্তি তুলে ধরার কৃতিত্ব তাঁরই।

আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের অসারত্ব এবং প্রকৃত ধার্মিকতার আদর্শ প্রচার করে যাজক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব নাশে, তাদের আদর্শচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি পরোক্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছিলেন। তবে সত্যপন্থী ইরাসমাস কখনোই চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা থেকেই তিনি রোমান চার্চের শুদ্ধিকরণ কামনা করতেন।

লুথার আর ইরাসমাসের মতে অমিল একটাই যে, ইরাসমাস যেখানে সত্যসন্ধ করেন, লুথার সেখানে প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

—o—